মেলবোর্নে স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমানের স্মরণসভা

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে ২রা সেপ্টেম্বর স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমান স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাঝ দিয়ে স্মরণসভার শুরু। মানুষের ভিড়ে আকীর্ন না হলেও ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত ছিল কবির স্মরণসভা।
স্বল্প সময়ে আয়োজিত সভাতে আলোচনা, আবৃত্তি, একটি গান ছাড়াও টিভি থেকে রেকর্ড করা ছোট্ট একটি ডকুমেন্টেশন দেখানো হয়।
নীরবতার পর কবি যখন বেঁচেছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে যে গানটি বিভিন্ন স্মরণসভায় গাওয়া হতো সেই গান 'সমুখে শান্তি পারাবার' গেয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। গান পরিবেশন করেন চঞ্চল খান।

বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, সীমিত সময়ে সামান্য পরিমানে হলেও কবি জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। তারমাঝে বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গে কবির প্রয়াণে গুণীজনেরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তারও কিছু তুলে ধরা হয়। সুনীল গাঙ্গুলী বলেছেন 'শামসুর রাহমান আমার বন্ধু। তুমি তুমি বলে কথা বলতাম। কিন্তু হৃদয়ের দৌড়ে পাল্লা দিতে পারিনি। ধর্ম-রাজনীতি তাঁর মনের নাগাল পায়নি। মানবতার আদর্শে বেঁচেছেন, মানুষকে বাঁচিয়েছেন। অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। বাঙ্গালীর অপূরণীয় ক্ষতি।' কবি জয় গোস্বামী বলেছেন 'সময়টাকে শক্ত মুঠোয় ধরেছেন শামসুর রাহমান। সাংবাদিকতার আঁশ ছাড়িয়ে শাঁশটুকু উপহার দিয়েছেন বাঙ্গালীকে'।

বক্তা শাহদাত খান বললেন যে ‘কবিরা মিথ্যা বলেনা শামসুর রাহমান তাই সহজেই বলেছেন উঁনি শহর ভালবাসেন, মৃত্যুকে পছন্দ করেন না’।

বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠাণ থেকে রেকর্ড করা চিত্রটিতেও শামসুর রাহমানের সাক্ষাতকারের অংশবিশেষে দেখা যায় কবি বলছেন ‘আমি রবীন্দ্রনাথের মত বলতে পারবোনা মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান’। টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে ঐ রেকর্ডটি করেন নীনা খান তাতে কবির মৃত্যুর পর কিভাবে উঁনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সিক্ত হয়েছেন তার প্রামাণ্যচিত্র দেখা হল।

অত্যন্ত অল্পসময়ের মাঝে স্বাধীনতার কবিকে স্মরণের জন্য যাদের আন্তরিক উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল তারা ছিলেন মেলবোর্নের আবৃত্তি সংগঠন ‘কথক’।

আলোচনা ও আবৃত্তিতে নিম্ন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন

আবিদুর রহমান, চঞ্চল খান, কামরুজ্জামান বালার্ক, নাহিদ খান, নাফিসা শিলা, জালালউদ্দিন কুমু, নদী জামান, শাহাদাত খান, জাকিরুল হায়দার বাবু, ভারতী চক্রবর্তী, নজরুল ইসলাম, জাকারিয়া ধ্রুব, মাসুদ জামান, সুমিতা বাগচী, নইম সিরাজ, ইফফাত।

কবির প্রতি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান ব্রজেন হাওলাদার ও দিলরুবা শাহানা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ‘কথকের’ তাজুল ইসলাম। উঁনি জানান ঐদিনে শোকবইতে যা লিখিত হয়েছে তা কবির পরিবারের হাতে পাঠানোর আশা রাখেন।